সংবাদ

তারিখ ... ২৮।১১।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ।। ... কলাম ... ৫ ...

# "অদৃশ্য" প্রাইমারী স্কুলের কাহিনী—

(উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)

"ডোমার থানা পরিষদ আদর্শ প্রাইমারী স্কুল।" স্থানীয় শিক্ষা অফিসের খাতাপত্রে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে : এর ছাত্র-ছাত্রী ২০৯ জন, শিক্ষক ৫ জন। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যার এই বিবরণ প্রতিবেদন আকারে প্রতিমাসে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে জেলা শিক্ষা অফিসে। সেখান থেকে আরও ওপরে ডোমার উপজেলার শিক্ষা অফিসার অল্প ক'দিন হলো এখানে এসেছেন, কোন্ স্কুল কেমন চলছে তিনি জানেন না, তবুও আলাপকালে খুব সহজ কণ্ঠে জানালেন অন্যান্য স্কুলের মতো উল্লেখিত "আদর্শ প্রাইমারী স্কুলটি" বেশ ভালোই চলছে।

### সূত্র

ডোমার রংপুরের একটি উপজেলা। সম্প্রতি এই এলাকাটি সফরকালে সংবাদ-এর একজন পাঠক ঐ আদর্শ প্রাইমারী স্কুলটি দেখে আসার অনুরোধ জানালেন। কথিত স্কুলটি পরবর্তী সময় আমাদের চমক দেখে সে ব্যাপারে সূত্রটি আগে কিছু বলেননি। আমাদের সৈয়দপুর প্রতিনিধি আমিনুল ইসলামসহ সেখানে গেলাম।

কথিত প্রাইমারী স্কুলটি প্রশাসনিক ভবন এলাকা থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে। বড় রাস্তা থেকে হাতের বাঁয়ে নেমে একটা ঈদগাহ, কয়েকটি বটপাকুড়ের গাছ। মাঠে গরু-ছাগল চড়ছে কয়েকটি, আর দাঁড়ানো আছে নতুন গাছের চারা লাগানো কয়েকটি বাঁশের ঘেরা। কিন্তু আদর্শ প্রাইমারী স্কুলটি কোথায়? না, নেই, তার কোন অস্তিত্বই নেই।

ঈদগাহের পাশে একটা লম্বাটে ঘর চোখে পড়ে এবং দূর থেকে কেউ দেখলে মনে করবেন এটাই বুঝিবা আদর্শ প্রাইমারী স্কুল, কিন্তু আসলে তা নয়, এখানে একটি মাদ্রাসা চলে, তার নাম 'ছোট রাউতা একরামিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা।' খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত।

মাদ্রাসার শিক্ষক সাহেবের সাথে আলাপ হলো। তিনি জানালেন, হ্যাঁ, এখানে এই ঈদগাহের পাশে একটা প্রাইমারী স্কুল ছিলো তা অনেকদিন আগের কথা। ৩।৪ বছর আগে একবার ঝড়ে সেই স্কুলটির চালা উড়ে যায়, তারপর তা মেরামত হয়নি, স্কুলটিতে পড়াশোনাও পুনরায় শুরু হয়নি। পরবর্তী সময়ে স্কুল কমিটির লোকজন স্কুলগৃহের অন্যান্য অংশ ও আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে যায় অজ্ঞাত স্থানে। মাদ্রাসা শিক্ষক জনাব শামসুদ্দিন আহমদ আরও জানালেন, ঝড়ে চাল উড়ে যাবার আগে পর্যন্ত প্রাইমারী স্কুলটিতে প্রায় ১ শত ছাত্রছাত্রী ছিল, শিক্ষক ছিলেন ৪ জন। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঐ শিক্ষকগণ এখন স্থানীয় বাজারে ব্যবসা করেন।

অদৃশ্য আদর্শ প্রাইমারী স্কুল এলাকা থেকে ফিরে এসে পুনরায় দেখলাম শিক্ষা অফিসের ফাইলে [illegible]

[illegible]

বলেও স্পষ্ট দেখানো হয়েছে ফাইলে। আমাদের মুখে স্কুলটির অস্তিত্ব নেই শুনে শিক্ষা অফিসার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি! জানি না তো!"

ডোমারে প্রশাসনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে আছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তাঁর অফিস থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে ভৌতিক স্কুলটি,—অথচ তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। স্কুলটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না, এমন ভাব করলেন যেনো এটা তেমন কোনো ব্যাপারই নয়!

### আরও অদৃশ্য স্কুল

ডোমারে অদৃশ্য প্রাইমারী স্কুল কি ঐ একটাই? না, আরও আছে। শিক্ষা অফিসের ফাইলপত্র ঘেটে দেখলাম এবং পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগের একজন মধ্যম পদের কর্মকর্তা জানালেন, এমন স্কুল আরও পাওয়া যাবে। স্থানীয় প্রশাসন কিংবা শিক্ষা অফিসার এগুলো সম্পর্কে জানেন, তবু না জানার ভান করেন অজ্ঞাত কারণে।

সরকারী ফাইলে আছে কিন্তু মাঠে নেই, এমন স্কুল :

(১) গোমনাতী ইউনিয়নের দক্ষিণ আমবাড়ী-পশ্চিম পাড়া প্রাইমারী স্কুল। দেখানো হচ্ছে এর ছাত্র-ছাত্রী ২৩০ জন, শিক্ষক ৫ জন।

(২) ডোমার ইউনিয়নের কর্মময়ী প্রাইমারী স্কুল।

(৩) ভোগডাবরী ইউনিয়নের ঈশাল ডাং প্রাইমারী স্কুল। ১৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৪ জন শিক্ষক দেখানো হচ্ছে।

(৪) বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের পূর্ব বোড়াগাড়ী কবি নজরুল ইসলাম প্রাইমারী স্কুল। খাতাপত্র অনুসারে এর ছাত্র-ছাত্রী ১৭৭ জন, শিক্ষক ৫ জন।

(৫) ডোমার ইউনিয়নের বড় রাউতা পশ্চিমপাড়া স্কুল। ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৫ জন শিক্ষক দেখানো হচ্ছে।

(৬) ভোগডাবরী ইউনিয়নের আহমদউল হক শহীদ স্মৃতি স্কুল। ছাত্র-ছাত্রী ২৫০ জন, শিক্ষক ৬ জন।

—এগুলো বেসরকারী স্কুল, তবে রেজিষ্টীকৃত।

ডোমারে সরকারী প্রাইমারী স্কুল ৬৯টি, রেজিষ্টীকৃত বেসরকারী স্কুল ১৬টি, অর্থাৎ মোট ৮৫টি। অরেজিষ্টীকৃত স্কুল নেই।

১৬টি রেজিষ্টীকৃত বেসরকারী স্কুলের মধ্যে (১) নয়আনী হরিতকি তলা স্কুল ও (২) হরিহরা প্রাইমারী স্কুল "কিছুদিন চলে কিছুদিন বন্ধ থাকে" অবস্থা। সরকারী কাগজপত্রে দেখানো হচ্ছে ঐ ২টি স্কুলে ছাত্রছাত্রী মোট ৩৫১ জন ও শিক্ষক আছেন মোট ৮ জন। আসলে, যখন চালু থাকে, সেই অবস্থায় ছাত্রছাত্রী এক-তৃতীয়াংশও থাকে না। ৭টি স্কুলের অস্তিত্ব নেই (যেমন পূর্ব উল্লেখিত আদর্শ প্রাইমারী স্কুল ও অন্যান্য তালিকা)। মোটামুটি চালু আছে এমন স্কুলের সংখ্যা ৭টি। এগুলো হলো (১) রামনিয়া-সাটিয়াগঞ্জ স্কুল, (২) উত্তর হরিনছড়া স্কুল, (৩) বেতগাড়া দক্ষিণপাড়া স্কুল, (৪) আমবাড়ী বটতলা স্কুল, (৫) পূর্ব খাটুরিয়া স্কুল, (৬) ভোগডাবরী প্রধানান স্কুল ও (৭) নয়আনী-বাঘডোকরা প্রাইমারী স্কুল। ৭টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী মোট ১ হাজার ৭৬০ জন, শিক্ষক ৭৬ জন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত দৈনিক গড় উপস্থিতির হার শতকরা ৩০ভাগ, যদিও খাতাপত্রে এর বেশী দেখানো হয়ে থাকে।

### বই প্রসঙ্গ

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডোমার সফরকালে প্রশাসনিক ভবনের একটি হলঘরে অযত্নে ফেলে রাখা প্রাইমারী স্কুলের বহুসংখ্যক পাঠ্যবই চোখে পড়লো। এ ব্যাপারে উপ-জেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন, বইগুলো এ বছর বিলি করার জন্যে জেলা শিক্ষা অফিস থেকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এখানে দায়িত্ব নেবার পর এসে দেখেন শিক্ষা অফিসের একটি কামরায় বইগুলো পড়ে আছে। এবং তা ছাদ চুইয়ে পড়া পানিতে ভিজছে। তখন তিনি সেগুলো নিয়ে এসে এই হলঘরে রেখে দেন। তবে ঠিক কতোসংখ্যক বই বিলি না হয়ে এভাবে পড়ে আছে, তা তিনি বলতে পারলেন না। কি কারণে এগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আজ পর্যন্ত পৌছায়নি, তাও তিনি পরিষ্কার জানেন না।

শিক্ষা অফিসারও বইয়ের সংখ্যা ও তা বিলি না হবার কারণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। একজন কেরানী ফাইল ঘেটে জানালেন, ডোমার এলাকায় তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে মোট বই আসে ১ হাজার ১ শত সেট, এর মধ্যে ৯৪৫ সেট বিতরণ করা হয়, পড়ে থাকে ১৫৫ সেট। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে ২ হাজার ৮৪৫ সেট বই আসে, বিলি হয় ২ হাজার ৩১৭ সেট, পড়ে থাকে ৫২৮ সেট। প্রথম শ্রেণীর জন্যে ৩ হাজার ৬৪০ সেট বই এসেছিলো, সবগুলোই বিলি হয়েছে।

(৩-এর পাতায় দেখুন)

## স্কুলের কাহিনী

(১১ পাতার পর)

দেখা যাচ্ছে, ২টি শ্রেণীর জন্য আসা বই থেকে মোট ৭৮৩ সেট বই অবিলিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ সুষ্ঠুভাবে সময় মতো এগুলো বিলি হলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনায় সহায়তা হতে পারতো।

বইয়ের জন্যে রংপুর জেলা শিক্ষা অফিস থেকে চিঠি আসে ২৪-১-৮৩ তারিখে, ডোমারে বই আসে এর ক'দিন পর। প্রায় ৮ মাসেও তা পুরোপুরি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছালো না কেন? কে এর জন্য দায়ী?

091